ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 1 ● Issue - 71 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : www.rosedin.in

ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৫ ● সংখ্যা ঃ ২২৭ ● কলকাতা ● ০৪ ভাদ্র, ১৪৩২ ● বৃহস্পতিবার ● ২১ আগস্ট ২০২৫ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

পর্ব 34

হিমালয়ের সমর্পণ যোগ

কারণ শুধু অন্য মানুষ মিললেই চলবে না, ক্ষুধার্ত মানুষ মেলা দরকার। তবেই ক্ষুধার জন্য ঐ সব লোক আপনার দেওয়া রুটি খাবে আর আপনার আনন্দ মিলবে।

ঐ দিন আমিও ঠিক করলাম, "যদি কখনও পরমাত্মার থেকে জ্ঞানরূপী রুটি আমার বেশী মাত্রায় মেলে, তবে আমিও আমার জীবনে ঐ সব ক্ষুধার্ত লোকদের খোঁজ করব, তাঁদের অনুসন্ধান করব আর আদর করে পরমাত্মার জ্ঞানরূপী রুটি তাদের খাওয়াব আর আত্মআনন্দ প্রাপ্ত করব। কারণ প্রয়োজনের বেশী জ্ঞান আমারও কোন দরকার নেই, তাই তা বণ্টনেই সার্থকতা।"

ক্রমশঃ

রাজ্যপালের নামে আর্থিক প্রতারণার ছক

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের নামে তোলা হচ্ছে টাকা! অনলাইনে পাতা হয়েছে প্রতারণার ফাঁদ। আর তা প্রকাশ্যে আসতেই নড়েচড়ে বসল রাজভবন। সতর্ক করে দেওয়া হল সাধারণ মানুষকে। যাতে প্রতারকদের পাতা ফাঁদে কেউ যাতে পা না দেন, সে বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। বুধবার সকালেই রাজভবনের তরফে এই বিষয়টা জানিয়ে একটি বিবৃতি জারি করা হয়েছে।বুধবার রাজভবনের তরফে দেওয়া বার্তায় স্পষ্ট জানানো হয়েছে, রাজ্যপালের অফিস থেকে ফোন কিংবা ইমেল করা হয়নি। এমনকী সোশাল মিডিয়ায় যোগাযোগ করার প্রশ্নও নেই। এরপরও কেউ বা কারা যোগাযোগ করলে ব্যক্তিগত তথ্য কিংবা নথি কোনওভাবেই না জানানোর পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি কোনও ঘটনায় সন্দেহ হলে সঙ্গে সঙ্গে তা সাইবার সেল কিংবা স্থানীয় পুলিশ স্টেশনে জানানোর কথাও বলা হয়েছে রাজভবনের বিবৃতিতে। পাশাপাশি প্রতারণা

এরপর ৬ পাতায়

৩০ দিন পর তাঁকে পদত্যাগ করতে হবে সংবাদ মাধ্যমকে জানালেন অভিষেক ব্যানার্জী

বেবি চক্রবর্তী: কলকাতা

প্রধানমন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রী বা অন্য কোনও মন্ত্রী কোনও অপরাধে জেলে বন্দি থাকলে, ৩০ দিন পর তাঁকে পদত্যাগ করতে হবে। ১৩০ তম সংবিধান সংশোধনী বিলে একথাই বলা হয়েছে। আর সেই বিলে আপত্তি জানিয়ে সরব হল তৃণমূল। শর্ত বেঁধে দিলেন দলের সাংসদ তথা তৃণমূলের লোকসভার দলনেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর দাবি, মার্শালদের দিয়ে ঘিরে বিল পেশ করতে হয়েছে বুধবার।

বুধবার লোকসভায় বিল পেশ করেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। যৌথ সংসদীয় কমিটিতে পাঠানো হয়েছে সেই বিল। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে অভিষেকের প্রশ্ন, ৩০ দিন জেল হেফাজতে থাকলে যদি ৩১ তম দিনে পদত্যাগ করতে হয়, তাহলে অভিযুক্ত আত্মপক্ষ সমর্থনের সময়টুকুও পাবে না। তাঁর মতে, এই সিদ্ধান্ত কোর্টের নেওয়া উচিৎ। অভিষেক বলেন, “তাহলে তো কোর্টের কোনও দরকার নেই। বিচার ব্যবস্থাকে বুড়ো আঙুল দেখানো হচ্ছে। বিজেপি বলবে, বিরোধীরা ভয় পাচ্ছে। তৃণমূল ভয় পেলে বাড়িতে বসে থাকত। আমরা ইডি-সিবিআইকে তোয়াক্কা করি না।অভিষেকের দাবি, সরকার ভেঙে দেওয়াই বিজেপির মূল উদ্দেশ্য। তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক বলেন, “বিরোধীদের কী করে শেষ করে দেওয়া যায়। গ্রেফতার করে জেলে ঢোকানো যয়া, তার জন্যই এই বিল।” তাঁর দাবি, কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার ২৮ জন মন্ত্রীর বিরুদ্ধে বিভিন্ন কেস রয়েছে, ১৯ জনের বিরুদ্ধে খুন, নারী নির্যাতনের মতো গুরুতর অভিযোগ রয়েছে। বিল পাশ হলে তাদের বিরুদ্ধে কার্যকর হবে? তিনি আরও দাবি করেন, ২৫ জন অভিযুক্ত নেতা-মন্ত্রী বিজেপিতে যাওয়ার পর তদন্ত বন্ধ হয়ে গিয়েছে।

নতুন বিল নিয়ে এদিন শর্তও দিয়েছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, “৩১ দিনে পদত্যাগ করতে হবে কেন? আমি চ্যালেঞ্জ করছি। সময়টা কমিয়ে ১৫ দিন করুন, আমরা সাপোর্ট করব। কিন্তু শর্ত থাকবে, দোষ প্রমাণিত না হলে তদন্তকারী অফিসারকে দ্বিগুণ সময় জেলে থাকতে হবে।” তৃণমূল সাংসদের কটাক্ষ, এসআইআর নিয়ে কেন্দ্র সুপ্রিম কোর্টে ধাক্কা খেয়েছে। এসআইআর থেকে মুখ ঘোরানোর চেষ্টা চলছে।

চিটফান্ড কান্ডে বেকুসূর খালাস পেলেন সুদীপ্ত এবং দেবযানী

বেবি চক্রবর্তী: কলকাতা

২০১৩ সালে চিটফান্ড মামলায় গ্রেফতার হয়েছিলেন সুদীপ্ত সেন ও দেবযানী মুখোপাধ্যায়। ২০২৫-এ সেই সারদা সংক্রান্ত মামলায় প্রথম রায়দান হল। তিনটি মামলায় বেকসুর খালাস হলেন সুদীপ্ত সেন ও দেবযানী। আজ, বড় স্বস্তি পেলেন সারদা মামলার দুই মূল অভিযুক্ত।১১ নম্বর জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট নিধিশ্রী দুজনকেই বেকসুর খালাস করেন। কলকাতার হেয়ার স্ট্রিট থানায় ২০১৩ সালে রাজ্য সরকার মামলা করে। তিন আমানতকারীর অভিযোগের ভিত্তিতে হয় মামলা

এরপর ৩ পাতায়

শিশাগোড়ে দাঁড়াচ্ছে না এনবিএসটিসির বাস,ভোগান্তি যাত্রীদের

হরেকৃষ্ণ মন্ডল,ফালাকাটা

আলিপুরদুয়ার জেলার শিশাগোড়ে দীর্ঘদিন থেকে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন বাস দাঁড়ানোর দাবি রয়েছে।হাত দেখালেও উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের বাস দাঁড়াচ্ছে না ফালাকাটা-আলিপুরদুয়ার সড়কের শিশাগোড়ে। দিনের পর দিন এজন্য চরম ভোগান্তি হচ্ছে যাত্রীদের। বিস্তীর্ণ এলাকার বাসিন্দাদের বাধ্য হয়ে দূরবর্তী এলালায় বেসরকারি বাসে যাতায়াত করতে হচ্ছে। অথচ শিশাগোড়ের বাসিন্দাদের দাবি,এখানে এনবিএসটিসির বাস দাঁড়ানোর জন্য ২০০৬ সালে অনুমোদন দিয়েছিল উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের কোচবিহার ডিভিশন। সেই অর্ডার কপিও স্থানীয়দের কাছে আছে। তা সত্ত্বেও বাস না দাঁড়ানোয় ক্ষোভে ফুঁসছেন এলাকাবাসী। যদিও এনবিএসটিসির চেয়ারম্যান পার্থপ্রতীম রায় বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন। কয়েক মাস থেকে মহাসড়কের কাজ চলছে জোরকদমে। এজন্য শিশাগোড়ে থাকা রাস্তার দু'পাশের দোকান পাট সব ভাঙা পড়েছে। স্থানীয়দের অভিযোগ,মহাসড়কের কাজ শুরু হতেই এনবিএসটিসির বাস দাঁড়াচ্ছে না। যদিও এনবিএসটিসির চেয়ারম্যান পার্থপ্রতীম রায়ের কথায়,'বিষয়টি জানা নেই। খোঁজ নিচ্ছি। যাত্রীদের যাতে কোনও সমস্যা না হয় সেই বিষয়টি খতিয়ে দেখা হবে।

(১ম পাতার পর)

রাজ্যপালের নামে আর্থিক প্রতারণার ছক

হয়েছে বলে মনে হলে তা 'ন্যাশনাল সাইবার ক্রাইম রিপোর্টিং পোর্টালে' অভিযোগ জানানো যাবে। সর্বশেষ রাজভবন জানিয়েছে, রাজ্যপালের অফিস সমস্ত জনসাধরনের সুরক্ষা এবং সুনিশ্চিত করতে বদ্ধপরিকর। যেখানে স্পষ্ট জানানো হয়েছে, রাজভবনের তরফে কোনও টাকা চাওয়া হয়নি। তবে এমন কোনও বার্তা পেলে সাধারণ মানুষ কী করবেন সে বিষয়েও বিস্তারিত জানানো হয়েছে।

রাজভবন সূত্রের খবর, এই সংক্রান্ত বেশ কিছু অভিযোগ সামনে এসেছে। যেখানে নাকি রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের প্রতিনিধি হিসাবে নিজেকে পরিচয় দিচ্ছেন প্রতারক! ফোন, ইমেল এবং সোশাল মিডিয়ার মাধ্যমে সাধারণ মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ করা হচ্ছে বলে অভিযোগ। রাজভবন থেকে অর্থের বিনিময়ে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার কথাও বলা হচ্ছে বলে দাবি। আর এই সংক্রান্ত অভিযোগ সামনে আসতেই নড়েচড়ে বসে রাজভবন।

(২ পাতার পর)

চিটফান্ড কান্ডে বেকুসূর খালাস পেলেন সুদীপ্ত এবং দেবযানী

হয়। সেই মামলাতেই স্বস্তি পেলেন দুজন।

সরকার পক্ষের দিকে ৫০ জন সাক্ষী ছিলেন। তবে মাত্র ১৫ জনকে পাওয়া যায়। তাদের সাক্ষ্যে জালিয়াতি ও প্রতারণার অভিযোগ প্রমাণ হয়নি। সেই কারণেই বেকসুর খালাস করা হল। তবে আপাতত জেল থেকে মুক্তি পাচ্ছেন না তাঁরা।সুদীপ্ত-দেবযানীর বিরুদ্ধে মোট ২৫০টি মামলা রয়েছে রাজ্যের করা। এর মধ্যে ২১৪টি মামলায় জামিন পেয়েছেন তাঁরা। বাকি মামলায় জামিন পাননি। ফলে এদিন বেকসুর খালাস হওয়ার পরও দুজনকেই জেলে থাকতে হবে। দেবযানী রয়েছেন দমদম সেন্ট্রাল জেলে ও সুদীপ্ত রয়েছেন প্রেসিডেন্সি জেলে।২০১৩-র ২৩ এপ্রিল কাশ্মীরের শোনমার্গ থেকে সুদীপ্ত সেন ও তাঁর সঙ্গেই গ্রেফতার করা হয় দেবযানীকে। জেলে থাকাকালীন যৌথ জেরা হয় তাঁদের। একসময় সঙ্গী দেবযানীর বিরুদ্ধেই জোর করে টাকা নেওয়ার অভিযোগ তোলেন সারদা কর্তা সুদীপ্ত সেন।

অসুস্থ বিধায়ক নৌশাদ সিদ্দিকি !

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

সংশোধিত ওয়াকফ আইন, SIR ইস্যুতে হয়রানির অভিযোগে ধর্মতলায় ISF-এর কর্মসূচিতে ধুন্ধুমার পরিস্থিতি। ধস্তাধস্তি, পুলিশের ধরপাকড়। ধর্মতলা থেকে আটক করে জোড়াসাঁকো থানায় নিয়ে যাওয়া হলে অসুস্থ হয়ে পড়েন ভাঙড়ের আইএসএফ বিধায়ক নৌশাদ সিদ্দিকি। সেখান থেকে পুলিশ তাঁকে চিকিৎসার জন্য কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যায়। কর্মসূচিতে শামিল নৌশাদ বলেন, "ওয়াকফ সংশোধনী আইন প্রত্যাহারের জন্য। দ্বিতীয়ত, S I R - এর নামে যেভাবে নাগরিকদের আতঙ্কিত, হয়রানি করছে সেটা বন্ধের জন্য...যাকে তাকে ডাউটফুল ভোটার বানিয়ে দিচ্ছে, বিহারে দেখছি জ্যান্ত মানুষকে মৃত বানিয়ে দিচ্ছে...এটা বন্ধের প্রতিবাদে। ওবিসি সার্টিফিকেট নিয়ে পিছিয়েপড়া মুসলমানরা আজ আতঙ্কের মধ্যে আছে...আতঙ্ক দূর করতে হবে। জাল এসসি-এসটি সার্টিফিকেট

সার্টিফিকেট বাতিল করতে হবে। পরিযায়ী শ্রমিকদের উপর যে অত্যাচার হচ্ছে সেই অত্যাচার বন্ধের জন্য...। আমি পুলিশের কর্তাকে বললাম, আপনি অনৈতিক কাজ করছেন, এবার আমি যদি আপনাকে কিছু বলি আপনার পরিবার কাল সাংবাদিক বৈঠক করে আমাদের নামে বলে দেবে। এই অনৈতিক কাজ কেন করছেন আপনারা ?"কর্মসূচি ঘিরে মেট্রো চ্যানেলে পুলিশ ও আইএসএফ কর্মী-সমর্থকদের ধস্তাধস্তি হয়। একাধিক আইএসএফ কর্মী-সমর্থককে আটক করা হয়। আটক করা হয় ভাঙড়ের আইএসএফ বিধায়ক নৌশাদ সিদ্দিকিকেও। তাঁদের আটক করে বিভিন্ন থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। নৌশাদ সিদ্দিকিকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল কলকাতা পুলিশের জোড়াসাঁকো থানায়। সেখানে যাওয়ার পর তিনি অসুস্থ বোধ করেন। এর আগে ভাঙড়ের বিধায়ক জানিয়েছিলেন, যখন তাঁরা মিছিল শুরু করতে যাচ্ছিলেন সেই সময় তাঁকে ধাক্কা দেওয়া হয়। তাঁর বুকে আঘাত লেগেছে। তার পরবর্তী সময়ে মেট্রো চ্যানেলে পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তির পরিস্থিতি তৈরি হয়। সেইসময় পুলিশ তাঁকে প্রিজন ভ্যানে তোলে। সেখান থেকে কোনওক্রমে তিনি নেমে যান। আবারও নৌশাদ সিদ্দিক-সহ আরও কয়েকজন আইএসএফ কর্মী-সমর্থককে আটক করা হয়। তাঁদের জোড়াসাঁকো থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। থানায় যাওয়ার পর নৌশাদ একটি বেঞ্চে শুয়ে পড়েন। তিনি অসুস্থ বোধ করায় পুলিশও কোনওরকম ঝুঁকি না নিয়ে তড়িঘড়ি তাঁকে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে নিয়ে যায়। এদিকে কিছু আইএসএফ কর্মী-সমর্থককে আটক করে লালবাজারে।

ভারত – বাংলাদেশ সীমান্তে বেড়া দেওয়া

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

পশ্চিমবঙ্গের ভারত – বাংলাদেশ সীমান্তের মোট দৈর্ঘ্য ২২১৬.৭ কিলোমিটার। এর মধ্যে ১৬৪৭.৬৯৬ কিলোমিটার বেড়া দিয়ে আচ্ছাদিত। বাকি ৫৬৯.০০৪ কিলোমিটার সীমান্তে এখনও বেড়া দেওয়া হয়নি।

পশ্চিমবঙ্গে আইবি-র ৪৫৬.২২৪ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের সীমানার মধ্যে ৭৭.৯৩৫ কিলোমিটার জমি হস্তান্তর করা হয়েছে। বাকি জমি রাজ্য সরকার এখনও অধিগ্রহণ করেনি। ২২৯.৩১৮ কিলোমিটার জমি ভূমি অধিগ্রহণের বিভিন্ন পর্যায়ে রয়েছে।

জমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করতে ভারত সরকার যে পদক্ষেপ নিয়েছে, তার মধ্যে রয়েছে – রাজ্য সরকারের সঙ্গে নিয়মিত বৈঠক ও পর্যালোচনা; কোনও চ্যালেঞ্জ থাকলে তা সমাধানে পর্যালোচনা এবং সমন্বয়সাধনের জন্য রাজ্য পরিদর্শন ও নিয়ম মতো জমি অধিগ্রহণের জন্য সময়ে সময়ে অর্থ প্রদান।

২০২৩ সালের পয়লা জানুয়ারি থেকে ৩১ জুলাই, ২০২৫ পর্যন্ত তিন বছরে রাজ্যে অবৈধ অনুপ্রবেশ ও সীমান্তবর্তী অপরাধের মধ্যে মাদক দ্রব্য বাজেয়াপ্ত, গবাদি পশু আটক, ইয়াবা ট্যাবলেট আটক, ফেনসিডিল আটক এবং নগদ অর্থ ও সোনা আটক রয়েছে।

সম্পাদকীয়

ইএমআরএস - এর হস্টেলগুলিতে স্বাস্থ্য, স্বচ্ছতা এবং লিঙ্গ-ভিত্তিক সুবিধা

কেন্দ্রীয় আদিবাসী বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী শ্রী দুর্গাদাস উইকে আজ শ্রীমতী মহুয়া মাজির একটি তারকা চিহ্নিত নয়, এমন প্রশ্নের জবাবে রাজ্যসভাকে জানান যে, রাজ্য ইএমআরএস সোসাইটির সঙ্গে সমন্বয়সাধন করে একলব্য মডেল আবাসিক বিদ্যালয় পরিচালনাকারী একটি স্বশাসিত সংস্থা আদিবাসী পড়ুয়াদের স্বাস্থ্য, স্বচ্ছতা এবং সামগ্রিক সুস্থতা নিশ্চিত করতে বিস্তারিত নির্দেশিকা জারি করেছে। রেকারিং গ্রান্ট - ইন - এইড (জেনারেল) - এর আওতায় এনইএসটিএস ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষ পর্যন্ত শিক্ষার্থী পিছু বার্ষিক ১,০৯,০০০ টাকা বরাদ্দ করেছে। ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষ থেকে তা বাড়িয়ে ১,৪৭,০৬২ টাকা করা হয়েছে। এর মধ্যে চিকিৎসা ব্যয়, সিবিএসই-র ফী, স্টেশনারি, স্কুল ব্যাগ এবং স্যানিটারি ন্যাপকিন সহ অন্যান্য খরচ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

স্বাস্থ্যকর পরিবেশে পুষ্টিকর খাদ্য সরবরাহের জন্য রাঁধুনি এবং মেস সহায়ক নিয়োগের জন্যও নির্দিষ্ট নির্দেশিকা তৈরি করা হয়েছে। ছেলেমেয়েদের আলাদা হস্টেল এবং সেখানে থাকা-খাওয়ার আলাদা জায়গা থাকা বাধ্যতামূলক। প্রতিটি ইএমআরএস - এর শিক্ষার্থীদের মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্যের চাহিদা পূরণের জন্য একজন পরামর্শদাতা এবং একজন মহিলা স্টাফ নার্স রয়েছেন।

রাজ্য সরকারগুলিকে সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে শিক্ষার্থীর সংখ্যা হ্রাস পাওয়া রুখতে ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছে। এই সংক্রান্ত রিপোর্ট নথিভুক্ত হয়েছে বলেও জানানো হয়েছে।

জঙ্গলের দেবী মা মনসা

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(পঁচিশতম পর্ব)

ধোপানি কাপড় ধোয়। বেহুলা সেখানে এক অবাক কাণ্ড দেখলো। ধোপানি কাপড় ধুতে এসেছে একটি ছোট শিশুকে নিয়ে। শিশুটি দুরন্ত, সারাক্ষণ দুষ্টুমি করে। ধোপানি এক সময় শিশুটিকে একটি আঘাত ক'রে মেরে ফেললো। পরে যখন কাপড় কাচা হয়ে গেলো, তখন আবার সে তাকে বাঁচিয়ে নিয়ে চ'লে গেলো। বেহুলা বুঝতে পারলো, এ মানুষ বাঁচাতে জানে। পরদিন বেহুলা গিয়ে তার পদতলে পড়লো। তার স্বামীকে বাঁচিয়ে দিতে অনুরোধ করলো। ওই ধোপানির নাম নেতাই। সে

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

শ্রুতি ও স্মৃতিশাস্ত্র কী?

সুদীপ চন্দ্র হালদার
কবি ও গবেষক
প্রথম পর্ব

শ্রুতি বলতে পবিত্র বেদকে বুঝায়, পবিত্র বেদকে অধ্যয়নের জন্য মোট ১১৮০টি শাখা-প্রশাখায় প্রাচীন শাস্ত্রীয় পন্ডিতেরা বিভক্ত করেছিলেন, তাই বিশ্বাস করা হয় মোট উপনিষদের সংখ্যাও ১১৮০ খানা। বর্তমানে, স্বতন্ত্র ভাবে, ১১টি উপনিষদের অস্তিত্ব পাওয়া যায়। বাকিগুলো পবিত্র বেদেই লীন হয়েছে।

শ্রুতি ধ্রুব; অর্থাৎ, স্থান-কাল-পাত্র এর ওপর নির্ভর করে শ্রুতির কোনরূপ পরিবর্তন হয় না। শ্রুতির যেকোন শাস্ত্রীয় নির্দেশনা সত্য, সুন্দর, শ্বাশত, সনাতন, হিন্দুধর্মের সর্বোচ্চ এবং তর্কাতীত ভাবে সর্বশেষ সিদ্ধান্ত।অন্যদিকে, শ্রুতি ব্যতিরেকে আমাদের অন্য সকল প্রামাণিক শাস্ত্র গ্রন্থকে স্মৃতিশাস্ত্রের আওতাভুক্ত হিসেবে বিবেচনা করা হয়। স্মৃতিশাস্ত্র আমাদের প্রামাণিক শাস্ত্র গ্রন্থের ভান্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে, এই মহামূল্যবান গ্রন্থসমূহ আমাদের সম্পদ।

ক্রমশঃ

বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

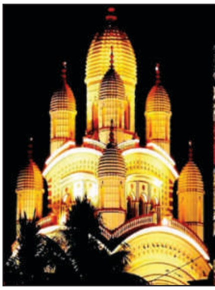

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

কিন্তু আমি বলব, এ ছাড়া ইতিহাসের, বিশেষ করে কালীমূর্তির্রূপবিবর্তনের তাৎক্ষণিক ইতিহাসের একটি ইঙ্গিত আছে, সে হল গুপ্তোত্তরযুগে, বিশেষ করে পালযুগে বজ্রযানের অক্ষোভ্যকুলের পুরুষ ও নারী দেবতাগণ, যাঁরা একত্রে যুগলরূপে আবির্ভূত হন।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

শাহর সংবিধান সংশোধনী বিলের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ মমতার

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

কেন্দ্রীয় সরকারের প্রস্তাবিত সংবিধানের ১৩০তম সংশোধনী বিলের প্রবল বিরোধিতা করলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিতর্কের আবহে এ নিয়ে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে তিনি বলেন, এটি ভারতের গণতান্ত্রিক ইতিহাসে এক নজিরবিহীন আঘাত। এটি জরুরি অবস্থার চেয়েও ভয়ঙ্কর।এই প্রস্তাবের পরেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিযোগ, এই বিল ভারতের সংবিধানের মৌল কাঠামোকেই আঘাত করবে। ফেডারেল ব্যবস্থা, ক্ষমতার বিভাজন, বিচারিক পুনর্বিবেচনা— এগুলো এমন নীতি, যা সংসদও পরিবর্তন করতে পারে না। তাই এই বিল গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার জন্য 'মৃত্যুর পরোয়ানা' বলেও উল্লেখ করেন তিনি।

তাঁর দাবি, সরকারের আসল উদ্দেশ্য হল এককেন্দ্রিক শাসন প্রতিষ্ঠা করা। এই বিল আসলে একদল-একব্যক্তি-এক সরকারের ব্যবস্থা কায়েম করার ষড়যন্ত্র। এটি সংবিধানের মৌল কাঠামোকে মাটিতে মিশিয়ে দেবে বলে অভিযোগ করে তিনি বলেন, ইডি, সিবিআইয়ের মতো সংস্থাগুলোকে অস্বাভাবিক ক্ষমতা দিয়ে নির্বাচিত রাজ্য সরকারগুলোর কাজে হস্তক্ষেপের রাস্তা খুলে দিচ্ছে কেন্দ্র। সুপ্রিম কোর্ট যাদের 'খাঁচার তোতা' বলেছিল, সেই সংস্থাগুলোকেই মানুষের রায়ের ওপরে বসানো হচ্ছে বলে সরাসরি আক্রমণ করেন তিনি।

সবশেষে তিনি বলেন, 'এই বিল যে কোনো মূল্যে প্রতিরোধ করতে হবে। সংবিধান জনগণের, ক্ষমতাসীনদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়। যদি জনগণের আদালত ও অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়, মানুষ কখনো ক্ষমা করবে না। এখনই গণতন্ত্র বাঁচাতে হবে।'শুধু তাই নয়, দেশের গণতন্ত্র ও ফেডারেল কাঠামোকে স্থায়ীভাবে ধ্বংস করার পথে একটি পদক্ষেপ।

এদিন মমতা সোশ্যাল মিডিয়ায় লেখেন, "আমি ১৩০তম সংবিধান সংশোধনী বিলের কঠোর নিন্দা করছি। এই বিল শুধু গণতন্ত্র নয়, দেশের ফেডারেল কাঠামোর উপরেও শেষ আঘাত। এটি 'অতিজরুরি অবস্থা'র চেয়েও ভয়ঙ্কর, যা ভারতের গণতান্ত্রিক যুগের অবসান ঘটাবে।'

সেই সঙ্গে তিনি বড় করে ছবির মাধ্যমে বার্তা দেন, এটি গণতন্ত্রের কালো দিন ছাড়া কিছুই নয়।

এদিন প্রস্তাবিত বিলটিকে তিনি আখ্যা দেন 'হিটলারি আক্রমণ' বলে। তাঁর বক্তব্য, 'এই বিল বিচারব্যবস্থার স্বাধীনতা শেষ করে দিতে চাইছে। আদালতের সাংবিধানিক ভূমিকা কেড়ে নিয়ে গণতন্ত্রকে পঙ্গু করে দেওয়ার চক্রান্ত চলছে। যে আদালত নাগরিকের ন্যায়বিচারের ভরসাস্থল, সেই আদালতের ক্ষমতাই কেড়ে নেওয়া হচ্ছে।'

এখানেই শেষ নয়। তিনি আরও বলেন, 'এটি সংস্কার নয়, বরং পিছন দিকে ফিরে যাওয়ার এক বিপজ্জনক ধাপ। যেখানে স্বাধীন আদালতের বদলে আইন চলে যাবে পক্ষপাতদুষ্ট গোষ্ঠীর হাতে। মুখ বন্ধ করে দেওয়া হবে বিচারিক পর্যবেক্ষণের, ভেঙে ফেলা হবে সাংবিধানিক সুরক্ষা। সব মিলিয়ে, পিষে ফেলা হবে জনগণের অধিকার। একে আমি বিংশ শতকের সেই অন্ধকার অধ্যায়গুলির সঙ্গে তুলনা করছি, যা ফ্যাসিবাদী শাসনব্যবস্থাকে জন্ম দিয়েছিল।'

মঙ্গলবারই অমিত শাহ লোকসভার সচিবালয়ে একটি চিঠি পাঠিয়ে জানান, চলতি অধিবেশনে তিনটি বিল পাস করার জন্য উপস্থাপন করা হবে। সংবিধান (১৩০তম সংশোধনী) বিল,২০২৫, জম্মু ও কাশ্মীর পুনর্গঠন (সংশোধনী) বিল,২০২৫ এবংকেন্দ্রশাসিত অঞ্চল সরকার (সংশোধনী) বিল ২০২৫।

বিল অনুযায়ী, যদি প্রধানমন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রী বা মন্ত্রীরা পাঁচ বছর বা তার বেশি কারাদণ্ডযোগ্য কোনও অপরাধে অভিযুক্ত হয়ে ৩০ দিন টানা হেফাজতে থাকেন, তবে ৩১তম দিনে তাঁকে পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হবে। এ ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী বা কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে, গভর্নর রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে এবং লেফটেন্যান্ট গভর্নর কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মুখ্যমন্ত্রীকে পদচ্যুত করার ক্ষমতা রাখবেন।

এই প্রস্তাবের পরেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিযোগ, এই বিল ভারতের সংবিধানের মৌল কাঠামোকেই আঘাত করবে। ফেডারেল ব্যবস্থা, ক্ষমতার বিভাজন, বিচারিক পুনর্বিবেচনা— এগুলো এমন নীতি, যা সংসদও পরিবর্তন করতে পারে না। তাই এই বিল গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার জন্য 'মৃত্যুর পরোয়ানা' বলেও উল্লেখ করেন তিনি।

আপাতকালীন পরিষেবা তালিকাসূচী

Emergency Contacts
Ambulance - 102
Ambulance (Bandhumahal Club) - 9735697689
Child Line - 112
Canning PS - 03218-255221
FIRE - 9064495235

Contacts of Hospital, Nursing Home & Doctors
Canning S.D Hospital - 03218-255352
Dipanjan Nursing Home - 03218-255691
Green View Nursing Home - 03218-255550
A.K.Moolal Nursing Home - 03218-315247
Binapani Nursing Home - 9732545652
Nazat Nursing Home, Taldi - 9143032199
Welcome Nursing Home - 9733593488
Dr. Bikash Sapui - 03218-255269
Dr. Biren Mondal - 03218-255247
Dr Arun Dulal Paul - 03218 - (Cham) 253219
(Re) 255548
Dr. Phani Bhusan Das - 03218 - 255364,
(Cham) 255264
Dr. A.K. Bhattacherjee - 03218-255518
Dr. Lokenath Sa - 03218-255660

Administrative Contacts
SP Office - 033-24330010
SDO Office - 03218-255340
SDPO Office - 03218-285398
BDO Office - 03218-255205

Contacts of Railway Stations & Banks
Canning Railway Station - 03218-255275
SBI (Canning Town) - 03218-255216,255218
PNB (Canning Town) - 03218-255231
Mahila Co-operative Bank - 03218-255134
WB State Co-operative - 03218-255239
Bandhan Bank - Mob. No. 7596012991
Axix Bank - 03218-255352
Bank of Boroda, Canning - 03218-257888
ICICI Bank, Canning - 03218-255206
HDFC Bank, Canning Hos. More - 9088107808
Bank of India, Canning - 03218 - 245091

রাত্রিকালীন ঔষধ পরিষেবার তালিকাসূচী (ক্যানিং)

প্রতি মাসের এই তারিখে এই সমস্ত দোকান খোলা থাকবে

01 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	02 ভারত মেডিকেল হল	03 সপ্না মেডিকেল হল	04 ভারত মেডিক্যাল হল	05 ঘোষ মেডিকেল	06 ঔষধ ঘর
07 আরোগ্য মেডিক্যাল	08 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	09 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	10 জীবন জ্যোতি ফার্মেসী	11 সিনহা মেডিকেল হল	12 গোকুল ফার্মেসী
13 ঔষধ ঘর	14 সৌভিক ফার্মেসি	15 নির্মলা মেডিকেল হল	16 মাতৃ ফার্মেসী	17 ইউনিক ফার্মেসী	18 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি
19 ঘোষ মেডিকেল	20 সৌভিক ফার্মেসি	21 আরোগ্য মেডিকেল	22 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	23 শোভা মেডিকেল হল	24 প্রমিলা মেডিকেল কর্নার
25 সিনহা মেডিকেল হল	26 ঘোষ মেডিকেল	27 মাতৃ ফার্মেসী	28 সৌভিক ফার্মেসি	29 নির্মলা মেডিকেল হল	30 মাতৃ ফার্মেসী

দূরসঞ্চার বিভাগ নিরাপদ টেলিকম ও ডিজিটাল বাস্তুব্যবস্থা গঠনে নাগরিকমুখী উদ্যোগ নিল

কলকাতা, ২০ আগস্ট ২০২৫

দূরসঞ্চার বিভাগ (DoT), যোগাযোগ মন্ত্রক, সঞ্চার সাথী পোর্টাল-এর আওতায় একাধিক নাগরিকমুখী সুবিধা চালু করেছে, যার উদ্দেশ্য টেলিকম ব্যবহারকারীদের প্রতারণা, সাইবার অপরাধ ও মোবাইল সংযোগের অপব্যবহার থেকে সুরক্ষা প্রদান করা। এই উদ্যোগগুলি সাধারণ মানুষের কাছে তুলে ধরতে, আজ কলকাতায় পশ্চিমবঙ্গ এলএসএ-র বিশেষ মহানির্দেশক (দূরসঞ্চার) দপ্তরের উদ্যোগে এক সাংবাদিক বৈঠকের আয়োজন করা হয়।

এই উপলক্ষে বক্তব্য রাখতে গিয়ে পশ্চিমবঙ্গ এলএসএ-র বিশেষ নির্দেশক (দূরসঞ্চার), শ্রী প্রদীপ গুপ্ত বলেন "মোবাইল নেটওয়ার্কের দায়িত্বশীল ব্যবহার নিশ্চিত করা এবং ব্যবহারকারীদের প্রতারণা ও অপব্যবহার থেকে রক্ষা করা আমাদের মূল লক্ষ্য।" তিনি আরও জানান, নতুন সুবিধাগুলি নাগরিকদের ডিজিটাল নিরাপত্তা জোরদার করতে ও টেলিকম সম্পদের কার্যকর ব্যবহারে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণে সক্ষম করবে।

অন্যান্য বক্তারা জানান, দূরসঞ্চার বিভাগ ইতিমধ্যেই ৪.৫ লক্ষ মোবাইল হ্যান্ডসেট ব্লক করেছে, ৪.২ কোটি মোবাইল সংযোগ বিচ্ছিন্ন করেছে এবং ১৯ লক্ষ হোয়াটসঅ্যাপ অ্যাকাউন্ট বন্ধ করেছে। এছাড়া, ৭৪,০০০ সিম বিক্রেতাকে কালো তালিকাভুক্ত করা হয়েছে এবং ২০ লক্ষের বেশি হারিয়ে যাওয়া বা চুরি হওয়া মোবাইল হ্যান্ডসেট দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গ ও কলকাতা এলএসএ-তেই ১,৬২,৭৪১টি হ্যান্ডসেট ব্লক, ৮৬,৩৯৭টি হ্যান্ডসেট সনাক্ত এবং ১৭,২৭৪টি ডিভাইস উদ্ধার করে প্রকৃত ব্যবহারকারীর হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

সঞ্চার সাথীর মূল সুবিধাসমূহ

চক্ষু (Chakshu): সন্দেহজনক বা অনাকাঙ্ক্ষিত কল, এসএমএস, হোয়াটসঅ্যাপ বার্তা, যেমন প্রতারণামূলক গ্রাহক সেবা, ভুয়ো চাকরি/লটারির অফার, কে ওয়াই সি/ঋণ প্রতারণা বা পরিষেবা বিচ্ছিন্ন করার হুমকি, নাগরিকরা সরাসরি রিপোর্ট করতে পারবেন।

হারানো/চুরি হওয়া মোবাইল ব্লক করুন: নাগরিকরা তাদের হারানো বা চুরি হওয়া মোবাইল ডিভাইস সব টেলিকম নেটওয়ার্ক থেকে ব্লক করতে পারবেন। ব্লক করা ফোন ব্যবহৃত হলে সেটি খুঁজে বের করা যাবে, ফলে অপব্যবহার রোধ হবে।

আপনার নামে কতগুলি সংযোগ আছে জানুন: গ্রাহকরা তাদের নামে জারি হওয়া সমস্ত মোবাইল সংযোগ দেখতে এবং অনুমোদনহীন বা অপ্রয়োজনীয় সংযোগ রিপোর্ট করতে পারবেন।

হ্যান্ডসেটের যথার্ততা যাচাই (KYM): মোবাইলের IMEI নম্বর ব্যবহার করে (পোর্টাল, অ্যাপ অথবা SMS—KYM <15-digit IMEI> to 14422) মোবাইলের যথার্ততা যাচাই করা যাবে।

RICWIN: ভারতীয় নম্বর (+91) ব্যবহার করে আসা আন্তর্জাতিক কল রিপোর্ট করার সুবিধা, যা বেআইনি টেলিকম গেটওয়ে সনাক্ত ও নির্মূল করতে সাহায্য করবে।

সাইবার অপরাধ সচেতনতা: সাইবার অপরাধ বলতে ডিজিটাল ডিভাইস, নেটওয়ার্ক বা ইন্টারনেট ব্যবহার করে সংঘটিত বেআইনি কার্যকলাপকে বোঝায়। এর মধ্যে ফিশিং, পরিচয় চুরি, ইউপিআই জালিয়াতি, অনলাইন হয়রানি ও ডেটা চুরি অন্তর্ভুক্ত, যা শুধু আর্থিক ক্ষতিই নয়, মানসিক চাপ, সুনামহানি ও জাতীয় নিরাপত্তার ঝুঁকি তৈরি করে।

দূরসঞ্চার বিভাগ সঞ্চার সাথী পোর্টালের মাধ্যমে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা, সচেতনতার প্রসার ও রিপোর্টিং ব্যবস্থার সুযোগ দিয়ে নাগরিকদের ক্ষমতায়িত করার পাশাপাশি দেশব্যাপী একটি নিরাপদ ও সুস্থায়ী ডিজিটাল পরিবেশ গড়ে তুলতে বদ্ধপরিকর।

পশ্চিমবঙ্গে বারাণসী-কলকাতা এক্সপ্রেসওয়ে

কলকাতা, ২০ আগস্ট, ২০২৫

রাজ্যসভার আজকের অধিবেশনে সাংসদ শ্রী শমীক ভট্টাচার্যের এক প্রশ্নের লিখিত জবাবে কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণ ও মহাসড়ক মন্ত্রী শ্রী নীতিন জয়রাম গড়করি জানান যে উত্তরপ্রদেশ, বিহার ও ঝাড়খণ্ডে বারাণসী–কলকাতা এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণের কাজ বরাদ্দ হয়েছে। কিছু অংশ ছাড়া কাজ এগোচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গের জন্য ডিটেইল্ড প্রজেক্ট রিপোর্ট (ডিপিআর) প্রস্তুতির কাজ শুরু হয়েছে।

মন্ত্রী জানান, বারাণসী–রাঁচি–কলকাতা পর্যন্ত নির্ধারিত পথ অনুমোদিত হয়েছে এবং ৩ জানুয়ারি, ২০২৩-এ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তরফে সম্মতি দেওয়া হয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অনুরোধে সংশোধিত পথ অক্টোবর, ২০২৪-এ অনুমোদিত হয়।

শ্রী গড়করি আরও বলেন, পশ্চিমবঙ্গের ছয় জেলার মধ্যে পুরুলিয়া, বাঁকুড়া ও হুগলি জেলায় জাতীয় সড়ক আইন, ১৯৫৬-এর ৩(এ) ধারা অনুযায়ী বিজ্ঞপ্তি সম্পূর্ণ হয়েছে। তিনি বলেন, ডিপিআর-এর ফলাফল, সংযোগের প্রয়োজন, অগ্রাধিকারের ভিত্তি এবং প্রধানমন্ত্রী গতি শক্তি জাতীয় মাস্টার প্ল্যানের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে নির্মাণ শুরু করা হবে।

সিনেমার খবর

মেজাজ হারালেন সালমান খান

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ভয় পেয়েছেন সালমান খান! গত বছরের শুরুর দিক থেকেই মৃত্যু ভয় তাড়া করছে তাকে। লরেন্স বিষ্ণোই যেন পিছু ছাড়ছেন না সালমানের। গত বছর অভিনেতার বাড়িতে গুলি চালায় তার সাঙ্গোপাঙ্গরা। তারপর থেকে ২৪ ঘণ্টা কড়া নিরাপত্তায় চলাফেরা করেন বলিউড এই মেগাস্টার। যদিও সেটা যে খুব সুখকর নয়, জানিয়েছেন অভিনেতা নিজেই।

চলতি বছরের শুরু থেকে সামান্য স্বস্তিতে ছিলেন বলিউডের ভাইজান, কিন্তু ফের হুমকি দিচ্ছে বিষ্ণোই। সালমানের সঙ্গে যে বা যারাই কাজ করবেন, তাদের গুলি করে মারা হবে। প্রয়োজনে মুম্বাইয়ে চলবে একে-৪৭, কানাডায় কপিল শর্মার রেস্তোরাঁ হামলার দায় স্বীকার করে এমনই হুমকি দিয়েছে সে। কপিলের দোষ, তিনি নিজের সাক্ষাৎকার ভিত্তিক অনুষ্ঠানে ডেকেছিলেন সালমানকে। নতুন করে হুমকি পেয়ে ফের যেন কপালে চিন্তার ভাঁজ সালমানের। এবার কার ওপর মেজাজ হারালেন!

সম্প্রতি কপিল শর্মার কানাডার ক্যাফেতে ২৫ রাউন্ড গুলি ছোড়ে লরেন্স বিষ্ণোইয়ের দলবল। তবে শুধু কপিল নয়, বলিউডে বড় ছোট সব প্রযোজক-পরিচালককেই সালমান বিষয়ে সতর্ক করে দিয়েছেন বিষ্ণোই। যদিও ঠিক একদিন পরেই বোন অর্পিতা খানের বাড়িতে রাখির উৎসবে যান। যদিও মুখটাও সেভাবে দেখাননি ক্যামেরায়। কিন্তু সম্প্রতি ভাগ্নি অর্থাৎ অর্পিতার মেয়ে আয়াতকে নিয়ে মুম্বাইয়ের এক অনুষ্ঠানে যান। সালমানকে দেখে প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়েন ফটোগ্রাফাররা। ততক্ষণে ছোট্ট আয়াতের অবস্থা চিড়ে চ্যাপটা। ভয় পেয়ে মামার কোলে উঠতে চাইছে সে। আর তা দেখেই মেজাজ হারান সালমান খান।

চোখ রাঙিয়ে শাসনের ভঙ্গিতে বলেন, “চলুন একদম গুনে গুনে ১০ পা দূরে থাকবেন, দেখছেন ছোট্ট একটা বাচ্চা রয়েছে।”

এমনিতেই সালমানের মেজাজ গরম হলে রক্ষে থাকে না। নিজের পরিবার বিশেষত এই ভাগ্নিকে খুব ভালবাসেন অভিনেতা। তাই সালমানের ধমক খেয়েই যেন বিশৃঙ্খলা পরিস্থিতি হল খানিক সুশৃঙ্খল।

সাইফ আলি খানের ছেলেদের রক্তে বইছে রবীন্দ্রনাথের গৌরব

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

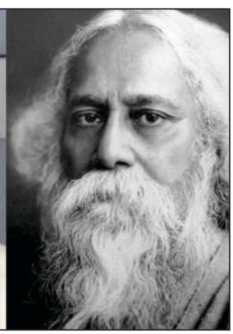

বলিউড অভিনেতা সাইফ আলি খান ও তাঁর ছেলেরা এমন এক ঐতিহ্যের ধারক, যা ভারতীয় চলচ্চিত্রের সোনালি অধ্যায় এবং বাংলা সাহিত্যের গৌরব একসঙ্গে ধারণ করে। সাইফ আলি খান পতৌদি নবাব মনসুর আলি খান ও অভিনেত্রী শর্মিলা ঠাকুরের সন্তান। শর্মিলা ঠাকুরের পরিবারের মাধ্যমে সাইফের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রক্তের সম্পর্ক রয়েছে।

শর্মিলা ঠাকুরের ঠাকুমা লতিকা ঠাকুর ছিলেন দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাতনি, যিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাই। ফলে, এই বংশধারার মাধ্যমে সাইফ আলি খান এবং তাঁর ছেলে ইব্রাহিম, তৈমুর ও জেহর মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রক্তের সেতুবন্ধন গড়ে উঠেছে। তবে, এই সম্পর্কটি সরাসরি উত্তরাধিকার নয় বরং পারিবারিক দুঃসম্পর্কের।

এক সাক্ষাৎকারে সাইফ আলি খান বলেছেন, "তৈমুর এক জেনেটিক ট্রেজার ট্রোভ। ওর মধ্যে রয়েছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজ কাপুর, মনসুর আলি খান পতৌদি এবং ভোপালের ইতিহাসের ছোঁয়া। এটা আমার বোঝার বাইরে।" এই কথায় স্পষ্ট হয়, তিনি তাঁর ঐতিহ্য নিয়ে কতটা গর্বিত।

ভারতের সেরা ছবি এখন মালয়ালম ইন্ডাস্ট্রিরই: জন আব্রাহাম

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বিনোদন দুনিয়ায় যেন খরা চলেছে! গত কয়েক বছর ধরেই লাভের অঙ্কের হিসাবে হোক বা ভাল নির্মাণের নিরিখে— সমালোচনা শুরু হয়েছে মূলধারার ছবি নিয়ে। বলিউডের ছবিতে নতুনত্ব নেই, এমনই দাবি করেছেন অনেক তারকা।

আবার তারকাদের বিরাট অঙ্কের পারিশ্রমিকের তুলনায় ছবির বাণিজ্য কম, উঠে এসেছে এমন পরিসংখ্যানও। এরই মধ্যে ধীরে ধীরে গোটা ভারতের বিনোদন বাজারে জেঁকে বসছে মালয়ালম ছবি। গত কয়েক বছরে একের পর এক ভাল কাহিনি নির্ভর ছবি তৈরি হয়েছে দক্ষিণে, এমনই দাবি দর্শক-সমালোচকের।

এ বার সেই প্রসঙ্গ টেনেই নিজের মুগ্ধতার কথা জানালেন জন আব্রাহাম। সম্প্রতি এক আলোচনাসভায় যোগ দিয়ে জন জানান, তিনি দক্ষিণী ছবির ভক্ত। নিজেও ওই ধরনের ভাবনা থেকে ছবি বানাতে চান।

কথা প্রসঙ্গে অভিনেতা-প্রযোজক জানান, তিনি বহু বছর ধরে মোহনলাল বা মামুট্টির মতো দক্ষিণী অভিনেতার ভক্ত। সেখানেই উঠে আসে ২০২৩ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত ‘কথল- দ্য কোর’ ছবির কথা। এ ছবিতে এক সমকামী রাজনীতিবিদের চরিত্রে অভিনয় করেন মামুট্টি।

জন বলেন, “মালয়ালম চলচ্চিত্র জগৎ খুবই সাহসী। আমার তো মনে হয় এই সময় সারা দেশের সেরা ছবিগুলি মালয়ালম ইন্ডাস্ট্রি থেকেই আসছে। দেখুন, মামুট্টি একটি ছবিতে রাজনীতিবিদের চরিত্রে অভিনয় করছেন, এবং সেই রাজনীতিবিদ সমকামী। এরকম একটি চরিত্রে একজন সুপারস্টারের অভিনয় করা সত্যিই সাহসিকতার পরিচায়ক।”

জন জানান, তিনি মালয়ালম ছবির প্রতি আগ্রহী। আরও বেশি ছবি করতে চান ওই জগতে। বলেন, “আমি যদি আপনাদের ভাবনাচিন্তা ধার করতে পারতাম, তা হলে কেরলে একটি ‘রাইটার্স রুম’ খুলতাম। সেখানে নানা ধরনের গল্প তৈরি হত, তা থেকে ছবি তৈরি হত সারা দেশের জন্য বা শুধু মালয়ালিতেই। আমি মালয়ালম ছবি প্রযোজনা করতে আগ্রহী, এটাই সঠিক সময়। কিন্তু অন্য ভাষার ছবিও প্রযোজনা করতে চাই।”

'পাকিস্তানের বিপক্ষে ভারত না খেললেও ক্রিকেট থেমে থাকবে না'

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

আসন্ন এশিয়া কাপে একই গ্রুপে থাকা ভারত ও পাকিস্তান দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীর মুখোমুখি লড়াই নিয়ে আবারও আলোচনা সরগরম। আগামী ১৪ সেপ্টেম্বর দুবাই আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে এই দুই দলের ম্যাচ হওয়ার কথা থাকলেও শেষ পর্যন্ত ম্যাচটি হবে কি না, তা নিয়ে রয়েছে যথেষ্ট অনিশ্চয়তা। ভারতের সাবেক ক্রিকেটার কেদার যাদব দিন কয়েক আগে বলেছিলেন, ভারত-পাকিস্তান ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হবে না। এবার পাকিস্তানের কিংবদন্তি ফাস্ট বোলার ওয়াসিম আকরাম এ বিষয়ে মত দিয়েছেন।

স্টিক উইথ ক্রিকেট পডকাস্টে তিনি বলেন, "এশিয়া কাপে ভারত পাকিস্তানের ম্যাচ হোক বা না হোক, ক্রিকেট থেমে থাকবে না। সূচি নিয়ে বিতর্ক থাকলেও আমরা পাকিস্তানে শান্ত আছি। খেলাই হবে, ক্রিকেট চলতেই থাকবে।"

দীর্ঘদিন ধরেই ভারত ও পাকিস্তানের দ্বিপাক্ষিক সিরিজ বন্ধ রয়েছে। দুই দল প্রধানত এসিসি ও আইসিসির টুর্নামেন্টে মুখোমুখি হয়। তবুও আকরাম আশা প্রকাশ করেছেন ভবিষ্যতে আবার দ্বিপাক্ষিক সিরিজ হবে।

তিনি বলেন, "আমি জীবনে একবার ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে টেস্ট সিরিজ দেখতে চাই। রাজনীতি আলাদা বিষয়, আমি রাজনীতিবিদ নই। দেশপ্রেম সব জায়গায় আছে, আসুন নিচু মানসিকতা থেকে বেরিয়ে দেশের সাফল্যের কথা বলি। এটা করা সহজ নয়, তবে করতেই হবে।"

আগামী ৯ থেকে ২৮ সেপ্টেম্বর সংযুক্ত আরব আমিরাতের দুবাই ও আবু ধাবিতে অনুষ্ঠিত হবে এবারের এশিয়া কাপ। টি-টোয়েন্টি ফরম্যাটের এই আসরে আট দল দুই গ্রুপে ভাগ হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে। গ্রুপ 'এ'তে ভারত, পাকিস্তান, স্বাগতিক সংযুক্ত আরব আমিরাত ও ওমান রয়েছে। গ্রুপ 'বি'তে আছে শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশ, আফগানিস্তান ও হংকং।

আসরের উদ্বোধনী ম্যাচ হবে ৯ সেপ্টেম্বর আবু ধাবিতে আফগানিস্তান ও হংকংয়ের মধ্যে। ভারতের প্রথম ম্যাচ ১০ সেপ্টেম্বর, যেখানে তারা সংযুক্ত আরব আমিরাতের বিপক্ষে মাঠে নামবে। এরপর ১৪ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হবে দীর্ঘ প্রতীক্ষিত ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ। গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচে ১৯ সেপ্টেম্বর ভারত ও ওমান মুখোমুখি হবে।

সুপার ফোর পর্ব চলবে ২০ থেকে ২৬ সেপ্টেম্বর, আর ফাইনাল অনুষ্ঠিত হবে ২৮ সেপ্টেম্বর দুবাই আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে।

ইংল্যান্ড দলে ফেরা নিয়ে সংশয়ে বেয়ারস্টো

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

কয়েক বছর আগেও ইংল্যান্ড দলের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য ছিলেন জনি বেয়ারস্টো। ছন্দ হারিয়ে তিনি এখন জাতীয় দলের বাইরে। ভবিষ্যতে নিজ দেশের প্রতিনিধিত্ব করার সম্ভাবনাও খুব একটা নেই। ইংল্যান্ডের জার্সিতে ফিরতে আত্মবিশ্বাসী নন এই কিপার-ব্যাটসম্যান নিজেই।

ইংল্যান্ডের হয়ে বেয়ারস্টো সবশেষ ম্যাচ খেলেন ২০২৪ সালের জুনে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ভারতের বিপক্ষে। বৈশ্বিক ওই আসরে খুব একটা ভালো করতে পারেননি বিস্ফোরক এই ব্যাটসম্যান। ৬ ইনিংসে রান করেন ১১৬, সর্বোচ্চ অপরাজিত ৪৮। এরপর দল থেকে বাদ পড়েন। বাদ পড়ার ফলে জাতীয় দলে আর ফিরতে পারেননি এই সংস্করণে ৮০ ম্যাচ খেলে ১ হাজার ৬৭১ রান করা বেয়ারস্টো।

২০২৪ সালের মার্চে ভারতের বিপক্ষে ক্যারিয়ারের সবশেষ টেস্ট খেলেন তিনি। সেটি ছিল তার শততম টেস্ট। একশ টেস্ট খেলা ইংল্যান্ডের সপ্তদশ ক্রিকেটার বেয়ারস্টো। সাদা পোশাকে ১২ সেঞ্চুরিতে ৬ হাজার ৪২ রান করেন তিনি। প্রায় দুই বছর ধরে ওয়ানডে দলের বাইরে বেয়ারস্টো। এই সংস্করণে সবশেষ ম্যাচ খেলেন ২০২৩ সালের নভেম্বরে, বিশ্বকাপে পাকিস্তানের বিপক্ষে। ওই আসরেও দলের চাওয়া পূরণ করতে পারেননি তিনি। ২ ফিফটিতে ৯ ইনিংসে করেন ২১৫ রান। এই সংস্করণে ১০৭ ম্যাচ খেলে ১১ সেঞ্চুরিতে তার রান ৩ হাজার ৮৬৮।

এখন ইংল্যান্ডের একশ বলের টুর্নামেন্ট দা হান্ড্রেডে ওয়েলশ ফায়ারের হয়ে খেলছেন বেয়ারস্টো। নর্দার্ন সুপারচার্জার্সের বিপক্ষে ৪২ রান করা ব্যাটসম্যান শনিবার লন্ডন স্পিরিটের বিপক্ষে খেলেন ৮৬ রানের বিধ্বংসী ইনিংস। ৬টি করে ছক্কা-চারে গড়া তার ৫০ বলের ইনিংসটি। ১৬৩ রান তাড়ায় ওপেনিংয়ে নেমে শেষ পর্যন্ত থেকেও দলকে জেতাতে পারেননি তিনি। ৮ রানে জিতে যায় লন্ডন স্পিরিট।

জার্মানির বর্ষসেরার ফুটবলার ভিয়েৎস

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

রেকর্ড পারিশ্রমিকে লিভারপুলে পাড়ি জমিয়ে ক্যারিয়ারের নতুন অধ্যায় শুরুর অপেক্ষায় ফ্লোরিয়ান ভিয়েৎস। এর আগে তিনি পেয়ে গেলেন প্রেরণার বড় রসদ। জার্মানির বর্ষসেরা ফুটবলারের স্বীকৃতি পেলেন তরুণ এই মিডফিল্ডার। গতবারসহ দুইবারের জার্মান বর্ষসেরা রেয়াল মাদ্রিদ কিংবদন্তি টনি ক্রুস উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে নতুন বিজয়ীকে বললেন, "তোমার চেয়ে বেশি যোগ্য উত্তরসূরী আর কাউকে ভাবতেও পারি না।"

গত মৌসুমে বায়ার লেভারকুজেন খুব ভালো করতে না পারলেও মৌসুমজুড়ে ভিয়েৎসের পারফরম্যান্স ছিল দুর্দান্ত। আগের মৌসুমের ধারাবাহিকতা ধরে রেখেই ম্যাচের পর ম্যাচ আলো ছড়ান তিনি। জাতীয় দলের হয়েও তিনি ছিলেন উজ্জ্বল। উয়েফা নেশন্স লিগে জার্মানি সেমি-ফাইনালে হেরে গেলেও আসরের সেরা পারফরমাদের একজন ছিলেন ভিয়েৎস।

জার্মানির বর্ষসেরার লড়াইয়ে শেষ পর্যন্ত তার ধারেকাছে যেতে পারেননি কেউ। ১৯১ ভোট পেয়ে সেরা হয়েছেন তিনি। দুইয়ে থাকা বায়ার্ন মিউনিখের মাইকেল ওলিসের ভোট ৮১টি। এছাড়া ৭১ ভোট পেয়েছেন স্টুটগার্টের নিক ভোল্টেমেড, মৌসুম শেষে বায়ার্নে ২৫ বছরের অধ্যায়ের সমাপ্তি টানা টমাস মুলারের ভোট ৭০টি।

১৯৬০ সাল থেকে জার্মানির বর্ষসেরার পুরস্কার দেওয়া হচ্ছে। সর্বোচ্চ চারবার জিতেছেন কিংবদন্তি ফ্রানৎস বেকেনবাউয়ার। বর্ষসেরা কোচের খেতাব এবার জিতেছেন এসসি ফ্রাইবার্কের ইউলিয়ান শুস্টার। প্রধান কোচ হিসেবে ক্যারিয়ারের প্রথম মৌসুমেই এই স্বীকৃতি পেলেন ৪০ বছর বয়সী কোচ। সাবেক এই মিডফিল্ডারের কোচিংয়ে বুন্দেসলিগায় এবার পঞ্চম হয়ে ইউরোপা লিগে খেলার যোগ্যতা অর্জন করে ফ্রাইবুর্ক। আগের মৌসুমে লিগে তারা ছিল ১০ নম্বরে।

বর্ষসেরা কোচের স্বীকৃতি দেওয়া হচ্ছে ২০০২ সাল থেকে। সর্বোচ্চ তিনবার করে এটি জিতেছেন ইয়ুর্গেন ক্লপ ও ফেলিক্স মাগাথ। ৬০৮ ভোট করে পেয়ে যৌথভাবে মেয়েদের বর্ষসেরা জুলিয়া গুভিন ও আন-কাতরিন বের্গার।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O. : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329
and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR